• শিরোনাম : 'লালসালু' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির টিকে থাকার সংকট ও নীতিবোধের দ্বন্দ্ব ।

১. মজিদের টিকে থাকার সংকট :

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের মূল চরিত্র মজিদ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানা রকমের পথ অবলম্বন করেন। যদিও তার ছিল টিকে থাকার নানাবিধ সংকট। নিচে তা লেখা হলো

• আত্মবিশ্বাসের অভাব : মজিদের মনে সর্বদা আত্মবিশ্বাসের এক ঘাটতি দেখা দিত, যে সে হয়তো একদিন ধরা পড়ে যাবে। তাইতো সে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রয়োগ করে ।

• সবার মন জয় না করতে পারা : মজিদ অনেক গ্রামবাসীর মন জয় করতে পারলেও কিছু কিছু লোকের মন জয় করতে পারে নি যা তাকে টিকে থাকার সংকটে নিমজ্জিত করে।

• মজিদের একাকিত্ব : মজিদ সর্বদা নিজেকে একা মনে করত। কেননা যাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল তা সবই বাহিরের ; অন্তর বা আবেগের নয়। আর সে এই আবেগ প্রকাশ করতেও পারেনা। কারন প্রকাশ করলেই তার তিল তিল করে গড়া মিথ্যা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে ।

• প্রতারণার আশ্রয় গ্রহন : মজিদ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তা কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। এটা যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। তাই প্রতারণার আশ্রয় মজিদের টিকে থাকার অন্যতম সংকট ।

২. মজিদের নেওয়া পদক্ষেপ :

মজিদের নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয়। যেমন :

• **মাজারকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসস্থাপনের চেষ্টা :** বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার প্রায় সব মানুষই ধর্মের প্রতি দুর্বল। ফলে সে দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামবাসীর মন যেন জয় করা যায় মজিদ তা চেষ্টা করেন। আর এ জন্য সে মস্তসব সন্তুর ও পরিকল্পনা করেন। মাজার একটি ধর্মীয় স্থান যা মানুষের আবেগের সাথে জড়িত তা কখনোই ব্যবসায়ের হাতিয়ার হতে পারে না।

• **স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া :** গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে সবাই একদিন শিক্ষিত হবে ফলে তার কুকর্ম ফাঁস হয়ে যাবে। তাই সে পরিকল্পনা করে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি। আর এটা অবশ্যই নীতি বিরোধী কাজ; কেননা এতে সমাজ ও দেশের অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায় যা কখনো কাম্য নয়।

• **একাধিক বিয়ে করা :** প্রথম স্ত্রী সন্তান দিতে অক্ষম হওয়ায় সে দ্বিতীয় বিয়ে করেন যেন সে নিজের সন্তান জন্মের মাধ্যমে নিজের টিকে থাকা স্থায়ী হয়। অসৎ উদ্দেশ্য একাধিক বিয়ে বা সন্তান কামনা ঠিক নয়।

• **প্রভাব - প্রতিপত্তি স্থাপন :** মজিদ যেন যেকোনো সমস্যা সহজেই সালাম দিতে পারে সেজন্য খালেক ব্যাপারীর সান্নিধ্য এবং হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। ফলে গ্রামে তার প্রভাব- প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অসৎ লোকের সঙ্গ দেওয়া ঠিক কাজ নয়। এতে পাপের পাল্লা আরো ভারী হয়।

৩. সমাজজীবনে ব্যক্তির টিকে থাকার সংকট :

একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারনে সমাজ জীবনে টিকে থাকতে নানা ধরনের সংকট অতিক্রম করতে হয়। নিচে সেসব সংকট কারনসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

• সামাজিক নিরাপত্তার সংকট : সমাজে সর্বদা নিজে জীবন সংকট রেখে চলাচল করতে হয়। কারন সর্বদা এখন চুরি, ছিনতাই, হয়রানি ও ডাকাতি রয়েই আছে। ফলে ব্যক্তির সমাজে টিকে থাকতে সামাজিক নিরাপত্তার সংকট পরিলক্ষিত হয়।

• কর্মসংস্থানের সংকট : বর্তমানে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সংকট। আর এই বেকার জীবন নিয়েই পরিবার চালানো সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ফলে সমাজে মর্যাদার সহিত চলাচল সম্ভব হয় না।

• মূল্যবোধের সংকট : বর্তমান সবাই এখন নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে কেউ কারও খোঁজ খবর নেয় না। আর এ জন্য অভাবীরা সমাজে মানবেতর জীবন যাপন করেন।

• জায়গা- জমির সংকট : বাচ্চাদের মেধা বিকাশ কিংবা শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকতে অবশ্যই পর্যাপ্ত জায়গা জমির প্রয়োজন। কিন্তু এই জমির সংকট এখন সর্বত্র। এছাড়াও কৃষি জমি সহ বসবাসের জায়গারও সংকট দেখা দিয়েছে ফলে সমাজে ঠিক ভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. টিকে থাকার সংকট ও নীতিবোধের সম্পর্ক ব্যাখ্যা :
জীবনে টিকে থাকা এবং নীতিবোধ যেন একে অন্যের পরিপূরক। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :
বর্তমান সময়ে সবাই ভাল-মন্দ না ভেবে অর্থের পিছনে ছোটাছুটি করে যেন ভালোভাবে সমাজে টিকে থাকতে পারে। তারা সর্বদা চাই নিজেকে অন্যের উপরে রাখতে, ফলে তারা ভুলে যায় নৈতিকতা ও নীতিবোধ। আর সমাজ ও জাতি পড়ে থাকে অন্ধকারে। যেমনটা 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কেননা গল্পে মজিদ নিজেকে টিকিয়ে রাখার

উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

সহজ-সরল গ্রামবাসীকে ঠকিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের অবস্থান কিন্তু তার এই পদক্ষেপ ছিল একজন মানুষের নীতিবোধের বিপরীতে। ফলে সমাজ আলোর পথ দেখাতে পারেনা। যদিও সে তার নীতিবোধ জাগ্রত করে নিজের মত সবার মাঝে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু কেউ একবার নীতির দিক হতে দূরে চলে গেলে পরে আর ফেরত আনা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলস্বরূপ আজীবন তাকে নীতিবোধের বিপরীতে নিজেকে পরিচালিত করতে হয়। যা সর্বদা সত্য এবং দৃশ্যমান যদিও কিছু মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনোই নীতিবোধের বিপরীতে কাজ করেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তা বর্তমানে চোখে পড়ে না।

তাই পরিশেষে আলোচনা শেষে এখন এই কথা সহজেই বলা যায় যে, একজনকে জীবনে টিকে থাকা যেমন জরুরী তেমনি তার মধ্যে নীতিবোধ থাকাও আবশ্যক। তাহলেই সমাজ ও জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।